প্রথম আলো
তারিখ 15 SEP 2008 পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষ

শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না

ছোটখাটো সংঘর্ষ বা মারামারি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কখনো হতেই পারে, একে উপেক্ষা করা চ
কিন্তু সংঘর্ষ যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে নিয়মিত ও বড় আকারে ঘটতে থাকে, তখন উ
না হয়ে পারা যায় না। আর যদি সেই সংঘর্ষ ঘটে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে, যার পরিণামে দ
কর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকে আহত হয়, দুর্ভোগের শিকার হয় সব শিক্ষার্থী, তাহলে
নির্বিকার থাকা যায় না।

সম্প্রতি এ রকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে অ
দখল নিয়ে এমন সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল যে, শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ
এর আগে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এলাকাবাসীর সঙ্গে সারা রাত মারাত্মক সং
জড়িয়ে পড়লে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। এক মাসের ব্যবধানে শুধু রাজশাহীতেই দুটি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছে, যদিও বিশ্ববিদ্য
বন্ধ করতে হয়নি এখনো। কিন্তু সংঘর্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে তো সময় লাগে না। মাত্র কিছু
আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে গাড়ি পুড়িয়েছে,
পরিণামে একজন নিরীহ ব্যবসায়ীর প্রাণহানি ঘটেছে।

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য ঘন ঘন সং
জড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভবন নির্মাণের সময় কথিত ছাত্রনেতা ও সন্ত্রাসীরা য
ঠিকাদারদের জিম্মি করে লাখ লাখ টাকার দাবিতে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়, তখন সত্যিই অ
হতে হয় এই ভেবে যে, এই ছাত্র নামধারী তরুণেরা কি এ দেশের সন্তান! শিক্ষার গুরুত্ব এ
কাছে খুব কমই অনুভূত হয়। নইলে আজ যখন একেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক-দেড় বছ
সেশনজট চলছে, তখন কেন তারা হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে সেই বোঝা আরও বাড়িয়ে তুলছে?

মুখে মুখে একটা কথা শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে বা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু সামনে নির্বা
তাই একেকটা সংঘর্ষের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ রকম কো
পরিকল্পনা নিয়ে যে কেউ কাজ করছে না, সে ব্যাপারে সবাইকে আশ্বস্ত করার জন্য সরকার
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।
অবস্থায় কোনো অজুহাতেই যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে না যায়, সেটা দেখা জরুরি। শিক্ষাঙ্গ
যারা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তারা যেই হোক, তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যেন নির্দ্বিধায় ব্যবস্থা নেয়, এ